যুগান্তর

26/10/2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

ঢাবি শান্ত হইবে কবে?

গত শনিবার ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সশস্ত্র সংঘর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী সংঘর্ষ চলাকালে ১৫/২০ রাউন্ড গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে এবং ইহাতে দুই গ্রুপের দুই কর্মী আহত হইয়াছে। সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ইত্যাদি চলাকালে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিয়াছিল। পরে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল তল্লাশির উদ্যোগ নেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রহস্যজনক কারণে আবার নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে সৃষ্ট এই সংঘর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাডারসর্বস্ব ছাত্র রাজনীতির প্রকারভেদ মাত্র। অতীতে ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে এই ধরনের হানাহানি ঘটিতে দেখা যাইত। সাধারণ নির্বাচনের পর পটপরিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ক্যাডারদের সিংহগর্জন এখন আর শোনা যায় না। পরিবর্তে বাঘের মতো হুংকার ছাড়িতেছে নূতন করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল নেওয়া ছাত্রদলের ক্যাডাররা। যে সকল ক্যাডার একসময় ছাত্রদল ছাড়িয়া ছাত্রলীগে যোগদান করিয়াছিল তাহারা আবার ছাত্রলীগ পরিত্যাগপূর্বক ছাত্রদলের শোভাবর্ধন করিতে কালবিলম্ব করে নাই। ছাত্রদলের পুরাতন এবং নবাগত উভয় ধরনের ক্যাডার গত শনিবারের সশস্ত্র সংঘর্ষে অংশ নিয়া সকলের কাছে যেন এই বার্তা পৌছাইয়া দিল যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির অবসান সুদূরপরাহত। ক্যাম্পাসে শান্তি নিশ্চিত করিতে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে পরিস্থিতির ইতরবিশেষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। কারণ পুলিশ এতদিনে ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে, সরকারপন্থী, ছাত্র সংগঠন এবং বিরোধী দলীয় ছাত্রসংগঠনের ক্যাডারদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হইলে বিরোধী পক্ষের ক্যাডারদের পিটাইতে হয় এবং সরকার পক্ষীয় ক্যাডারদের নিজেদের মধ্যে কিলাকিলি শুরু হইলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিতে হয়। গত শনিবার তাহারা সেই ভূমিকা পালন করিয়াছে এবং বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকা পর্যন্ত ছাত্রদলের অন্তর্কোন্দলে যে অনুরূপ ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখিবে তাহা নির্দ্বিধায় বলিয়া দেওয়া যায়। সকল কিছুর যোগফল দাঁড়াইতেছে এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি কবে ফিরিবে অথবা আদৌ ফিরিবে কিনা তাহা বলা যাইতেছে না। ইহার ফলে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হইবে, অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, রাজধানীর সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর ইহার বিরূপ প্রভাব পড়িবে, এ সকল কথা সকলেই জানেন এবং বোঝেন। তাহা সত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থের উপর ক্ষুদ্র স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার সংস্কৃতি আমাদের দেশে ভয়ঙ্করভাবে জাঁকিয়া বসিবার কারণে দেশের সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠটি শিক্ষাঙ্গনের চেহারা হারাইয়া রণাঙ্গনের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ইহা যে গোটা জাতির জন্য চরম লজ্জার বিষয় তাহা বুঝিবার মতো সামান্য আক্কেলজ্ঞানও যদি আমাদের থাকে তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির উৎসগুলি বন্ধ করিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।